৭।০

দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUN. 2 1 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

এক্সটেনশন পাওয়া বেসরকারি শিক্ষকের সরকারি অনুদান পাওয়ার আবেদন

আমি বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক্সটেনশনপ্রাপ্ত ভাগ্যাহত নিপীড়িত একজন শিক্ষক। গত ফেব্রুয়ারি '৯৮ থেকে এযাবৎ সরকারি অনুদান পাচ্ছি না। আমার মতো চোখের সামনে পরিবারকে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটানোর কষ্টটা যদি মোটা বেতনধারী সরকারি কর্মকর্তাগণ পেতেন তাহলে আমার এই দুর্ভোগের কথা বোঝাতে হতো না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার সহস্র মূল্যবান কাজের ব্যস্ততায় আমার মতো একজন অতি ক্ষুদ্র মানুষের আবেদনের প্রতি মনোযোগ দিতে আপনি নিশ্চয়ই অবহেলা করবেন না। সরকারি কর্মচারীরা চাকরিরত অবস্থায় যেমন নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন আবার অবসর গ্রহণ করলেও এককালীন মোটা অংকের টাকা এবং পেনশন পেয়ে অসহায় জীবন চিন্তামুক্ত হয়ে কাটাতে পারেন। কিন্তু বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকগণ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি লাভ করে সরকারি অনুশাসন মেনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে গিয়ে সারা জীবন অর্থকষ্ট ভোগ করে, অবসর নেয়ার পরও জীবন ধারণের কোন উপায় খুঁজে পান না, তখনও তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। সারা জীবন বেশি না হোক সামান্য হলেও তো জাতির সেবা করে গেছেন। সরকারি কর্মচারীদের জনগণের নিকট জবাবদিহিতা থাকে না, পক্ষান্তরে বেসরকারি শিক্ষকগণের জনগণের কাছে জবাবদিহিতা থাকে। এত কষ্টের পরও তারা শেষ বয়সে প্রায় রিক্ত হস্তে বিদায় নেন। এমন হৃদয় বিদারক অবস্থার একটা পরিবর্তন অন্তত আপনার মত জনদরদী নেত্রীর হাতে হবে- এরূপ প্রত্যাশা ছিল।

প্রতি বছর দেশের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শহীদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়। সাবেক রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ হোসেন মোঃ এরশাদ তার শাসনকালে ডিগ্রি থেকে ইংরেজি তুলে দিয়েছিলেন এবং সর্বস্তরে বাংলা চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই আমি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও মাতৃভাষার জন্য জীবন বলি দেয়া বাংলা মায়ের সন্তানদের প্রতি অন্তত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ বিএড-এ ৯ মাসের প্রশিক্ষণে বিশেষ বিষয় ইংরেজি নিয়েও এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম আয়োজিত ৪ দিনের ইংরেজি বিষয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েও

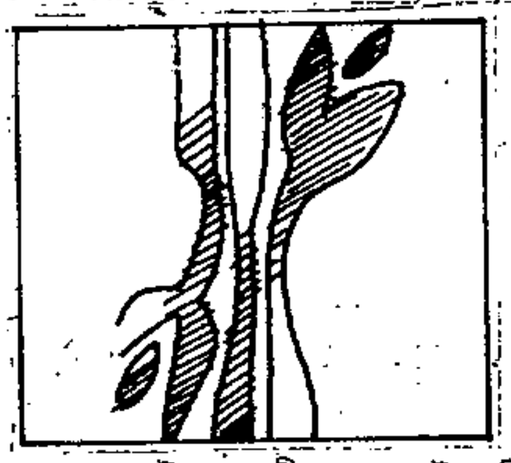

'৮৯ থেকে উচ্চ শ্রেণীগুলোতে ইংরেজি পাঠদান করেও মাতৃভাষাকে অপমান করতে পারিনি এবং মাতৃভাষার পরীক্ষক হিসেবে কাজ করে আসছি। আমি সুবিধাবাদী নই, ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনী সবাই জানেন। আমি জেনারেল হিস্ট্রি নিয়ে স্নাতক পাস করি। '৫৩ সালে ম্যাট্রিক পাস করি, যখন অংক বিষয়টাও ইংরেজিতে করতে হতো। এরপর সব পড়া ইংরেজি মাধ্যমে পড়েও সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত হব এটা স্বপ্নেও ভাবিনি। ১২ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় বিএড স্কেল পেতে পারলে ইংরেজিসহ বিএড প্রশিক্ষণ নিয়ে ২০ বছর শিক্ষিকতা করলেও কি ইংরেজি পরীক্ষকের যোগ্যতা হয় না? আসলে না দেয়ার ইচ্ছা থাকলে অজুহাতের অভাব নেই, ৫ বছর ইংরেজি পরীক্ষক হলে অনুদান পাবেন, নাহলে পাবেন না- এটা যেন মাকে সালাম করলে ভাত পাবেন না, শাশুড়িকে সালাম করলে ভাত পাবেন, এরকম কথার মত। আশ্রয় দিয়েছেন ভাত দেবেন না, চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছেন অর্থাৎ চাকরিতে বহাল রেখেছেন অথচ বেতন দেবেন না, এরকম অমানবিক কথা নিশ্চয়ই আপনার মত জননেত্রী বলবেন না, কেবল আমাদের টাকা না দেয়ার জন্য যদি রাজকোষে অর্থের অভাব হয়ে থাকে তাহলে চাকরি বৃদ্ধির মেয়াদ ৫ বছরের জায়গায় ৩ বছর করে দিলে সব শিক্ষকের প্রতি সুবিচার করা হয়। টাকার প্রশ্ন জড়িত থাকায় প্রশিক্ষণবিহীন কিংবা যেকোন বিষয়ে সাধারণ শিক্ষকগণও ইংরেজি পরীক্ষক হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। যেন তেন প্রকারে ইংরেজি পরীক্ষক হয়ে যাচ্ছেন। এই মাপকাঠি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আপনি নিশ্চয়ই ফকির মেরে ঝোলা কেড়ে নেয়ার পক্ষে থাকবেন না। আপনার হাতে যখন টাকা বন্টনের ভার তখন দেবেন না বললে নিরীহ শিক্ষকগণ কিছু করতে পারবেন না, ধুঁকে ধুঁকে মরবেন। দেশের কত টাকা কত ভাবে খরচ হচ্ছে, কতজন কতভাবে আত্মসাৎ করছে, চুরি, ডাকাতি ঋণখেলাপি ইত্যাদি। অথচ বেসরকারি এই শিক্ষকগণের খেটে খাওয়ার সুযোগটুকুও নেই। আমার পাকা দালান কিংবা গাড়ি কেনার স্বপ্ন নেই। সরকারকে ফাঁকি দিয়েও অর্থ পেতে চাই না। পূর্ণ ডিউটি করে আমার হক দাবি করতে চাই মাত্র। গত ফেব্রুয়ারি '৯৮ থেকে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমার অনুদানগুলো পাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বাধিত করবেন এবং কল্যাণ ট্রাস্টের টাকাটা জীবিত থাকাকালে পেলে অসহায় জীবনের সম্বল হয়। কল্যাণ ট্রাস্ট চালু রয়েছে- শিক্ষামন্ত্রীর একথার অর্থ অস্পষ্ট। কেউ এযাবত পেয়েছে এরকম দৃষ্টান্তই বিরল। তাই জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার আকুল আবেদন আমার ন্যায্য প্রাপ্যগুলো পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। শুধুমাত্র একটা হুকুম দিয়ে দিলেই প্রধান শিক্ষক বিল করবেন। আকাঙ্ক্ষিত টাকাগুলো পেলে মোটা চালের ভাত ও মোটা কাপড় পরে পরিবারের ক্ষীণ প্রাণ রক্ষা করতে পারব।

প্রাণ গোপাল বিশ্বাস, বিএ বিএড
সিনিয়র শিক্ষক
কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম